গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা ০৩.০৭৩.০৪৬.০৩.০০.০০৩.২০১৭- ৮৯

তারিখ ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
১৩ জুন ২০২২

বিষয়: নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন।

নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও চলমান প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নোক্ত অনুশাসন প্রদান করেছেন:

ক) সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও কাঙ্ক্ষিত সুফল প্রাপ্তি বিবেচনায় নিয়ে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ নতুন প্রকল্প গ্রহণের চেয়ে যথাসময়ে চলমান প্রকল্পসমূহের সমাপ্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ব্যতীত অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প যাচাই কমিটি কর্তৃক যথাযথভাবে প্রকল্প প্রস্তাব পরীক্ষা করতে হবে। সক্ষমতা বৃদ্ধি, সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণধর্মী প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;

খ) প্রকল্পওয়ারি বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে সমাপ্তপ্রায় প্রকল্পসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, বিশেষ প্রকল্প, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প, মেগা প্রকল্প, ফাস্ট ট্র্যাক ও মেগা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সহায়ক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;

গ) খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি উৎপাদনশীলতা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার মত অপরিহার্য প্রকল্পসমূহে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;

ঘ) প্রকল্প যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন (Feasibility Study Report) যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। সম্ভাব্যতা যাচাই কাজে ফার্ম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফার্মের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে পরীক্ষা করতে হবে এবং নিযুক্ত ফার্মের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশের বাইরে নতুন অঙ্গের অন্তর্ভুক্তি নিরুৎসাহিত করতে হবে। অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিজাইন যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

ঙ) অর্থের প্রবাহ স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও ঠিকাদার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হলে PPR অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নির্মাণ শেষে ত্রুটিজনিত দায় এর মেয়াদ বা Defect Liability Period (DLP) এর বাইরেও প্রকল্প সমাপনান্তে প্রতিটি কার্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা/ক্ষতিপূরণের আওতায় আনয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

চ) নতুন প্রকল্প গ্রহণকালে Allocation of Business যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই দ্বৈততা পরিহার করতে হবে। সমধর্মী কাজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে এরূপ প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

ছ) প্রকল্প গ্রহণের সকল ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগের MTBF সিলিং-এর বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে;

জ) প্রকল্প-মেয়াদের মধ্যেই প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রকল্পের নিবিড় তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করবে। প্রয়োজনে বিশেষায়িত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সময়ে সময়ে সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) এবং প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC)সহ প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সভা যথানিয়মে আয়োজন করে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ, ব্যয় ও পরিসর বৃদ্ধির প্রবণতা রোধে সচেষ্ট থাকতে হবে;